যুগান্তর

তারিখ ...... 7 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ...... ৩ ....

চার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের কার্যক্রম বন্ধ ১৮ বছর

ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়ার কথা জানালেন নতুন ভিসি

মুসতাক আহমদ

ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংসদ ডাকসু, রাকসু, চাকসু, জাকসু আর বাকসুর কথা ভুলতে বসেছে সবাই। ছাত্রছাত্রীদের গঠনমূলক মতাদর্শ চর্চা, ন্যায্য অধিকার আদায়, সুস্থ গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিকাশ, প্রতিযোগিতা আর সাংস্কৃতিক-ক্রীড়াসহ সহশিক্ষা কর্মকাণ্ড চর্চার নিত্য প্লাটফরমই হল এসব প্রতিষ্ঠান। প্রায় ১৮ বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বার রয়েছে বন্ধ। এক সময় ডাকসু, রাকসু, চাকসু, জাকসুর নাম দেশের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী এবং সচেতন নাগরিকদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। এই ছাত্র সংসদগুলো নিয়ে তারা গর্ব করতেন। কার্যক্রম আর আস্থা-নিষ্ঠার কেন্দ্র হওয়ায় ডাকসুকে তো দেশের দ্বিতীয় পার্লামেন্ট হিসেবেও আখ্যায়িত করা হতো। অথচ প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের বিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (চাকসু), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ বছর : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

বছর : কার্যক্রম

(১ম পৃষ্ঠার পর) (বাকসু) ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (জাকসু) অচলাবস্থা দীর্ঘদিনের। গত ১৮ বছরে ডাকসুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। অন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদগুলোরও প্রায় একই দশা। ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও এর কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশও দিন দিন বিনষ্ট হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সহশিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এমন এক অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করলেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের জনপ্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক। যোগদানের পরপরই তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, সুষ্ঠু নেতৃত্বের বিকাশ আর প্রতিযোগিতা ইতিবাচকভাবে ব্যবহারের প্রয়োজনে ডাকসু নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তা পরে ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরেও অক্ষুণ্ন রবে। ক্লাসের বাইরে ইতিবাচকভাবে তা বজায় রাখতে ডাকসু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ছাত্র সংসদের অনুপস্থিতিতে নেতিবাচকভাবে ব্যবহৃত হয় বলে মনে করেন তিনি। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলো যদি ঐকমত্য হয়ে ডাকসু নির্বাচন দাবি করে তবে তিনি নির্বাচনের সার্বিক ব্যবস্থা করবেন।

এর আগে ২০০২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর দায়িত্ব গ্রহণের পর একইভাবে বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজও ডাকসু নির্বাচনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। এমনকি তার আগের উপাচার্যদের মধ্যে অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীসহ অন্যরাও একাধিকবার নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়েও সফলতা পাননি।

ডাকসু : বিগত ১৮ বছরে নির্বাচন না হওয়ায় মধুর ক্যান্টিনের সামনে অবস্থিত ডাকসু ভবনটি এখন অনেকটাই পতিত বাড়ির রূপ নিয়েছে। বর্তমানে ডাকসুর অস্তিত্ব অনুভব করা যায় ভবনের নিচতলা ডাকসু সংগ্রহশালা ও সংগ্রাহক গোপাল দাসের প্রচেষ্টায় নানা ঢঙের ফ্রেমে বেঁধে রাখা ঐতিহাসিক ছবিগুলোর প্রদর্শনী আর ফি-বর্ষের ভর্তি ফরমে ফি প্রদানের মাধ্যমে।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছর দুয়েক পর ১৯২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) সৃষ্টি হয়। ১৯৭০ সালে ডাকসুতে পরোক্ষ নির্বাচনের বদলে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৮৮ বছরের ইতিহাসে মোট ৩৬ বার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে স্বাধীনতার পর মাত্র ছয়বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রথম ডাকসু নির্বাচন হয়। সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের ৬ জুন। এ নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেলে আমানউল্লাহ আমান ভিপি এবং খায়রুল কবির খোকন জিএস নির্বাচিত হন।

ছাত্র সংসদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হল ইউনিয়নগুলোরও চলছে বেহাল দশা। ১৯৯১ সালে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। ১৯৯৪ সালে অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদও ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। কিন্তু পরিবেশ না থাকার অভিযোগ এনে সে সময়ের বিরোধী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের বাধার মুখে ওই নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী ১৯৯৬ সালে ভিসি হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর অন্তত ছয়বার ডাকসু নির্বাচনের সময়সীমার কথা জানিয়েছিলেন। অধ্যাপক ফায়েজও একাধিকবার প্রত্যয় ঘোষণা করেন। কিন্তু তারা ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করতে ব্যর্থ হন। দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার পর ১৯৯৮ সালের ২৭ মে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ডাকসু ভেঙে দেয়া হয়। সে সময় ডাকসুর জন্য গঠিত নতুন (সংশোধিত) গঠনতন্ত্রে ডাকসু ভাঙার চার মাসের মধ্যে আবার নির্বাচনের কথা বলা হলেও এ ১০ বছরেও ডাকসুর তফসিল ঘোষণা হয়নি।

চাকসু : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে আছে দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর। ১৯৯০ সালে সর্বশেষ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়েছিল। বর্তমানে দেশের প্রধান ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের পক্ষ থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোন তাড়া নেই। ওই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ১৯৯০ সালের পরই ছাত্রশিবির একক আধিপত্য বজায় রেখেছে।

রাকসু : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (রাকসু) নির্বাচন বন্ধ হয়ে আছে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ আর ছাত্রশিবিরের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কারণে। রাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালে। এরপর নির্বাচনের জন্য নেয়া তিন দফা উদ্যোগ ব্যর্থ হয় কর্তৃপক্ষের।

জাকসু : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের অচলাবস্থা দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান দ্বন্দ্ব ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে। তবে বাম ছাত্র সংগঠনগুলোরও নির্বাচনে অনীহা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালে।

বাকসু : ১৯৯৭ সালে সর্বশেষ বাকসুর নির্বাচন হয়। এরপর ১১ বছর পার হলেও এর নির্বাচন হয়নি। বাকসুর প্রথম ভিপি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রেজিস্ট্রার বলেন, নির্বাচন হওয়া দরকার। ছাত্র সংগঠনগুলো চাইলেই তা সম্ভব।

ছাত্র নেতৃবৃন্দের কথা : ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, অবশ্যই ডাকসুসহ সব ছাত্র সংসদ নির্বাচন হওয়া উচিত। ছাত্র সংসদ থাকলে সুস্থ রাজনীতি চর্চা এবং ইতিবাচক নেতৃত্ব বিকাশের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। ভোট চাইতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে যেতে হবে। এ বিষয়কে সামনে রেখে কেউই আর হল-ক্যাম্পাসে মাস্তানি করবে না। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ডাকসু নির্বাচনের যে ঘোষণা দিয়েছেন, তাকে তারা স্বাগত জানান। তিনি অবিলম্বে ডাকসুসহ সব ছাত্র সংসদ নির্বাচন দাবি করেন। ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু বলেন, ক্ষমতায় গেলে ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনগুলো সবসময়ই নির্বাচনের কথা বলে থাকে। প্রতি বছর ডাকসু হওয়া উচিত, তারা সবসময় এ দাবি করে আসছেন। এমনকি গত বছরও মাস আগে নির্বাচন দাবিতে আন্দোলনও করেছেন। কিন্তু নির্বাচনের পূর্বশর্ত সহাবস্থান নিশ্চিত করা। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস পরীক্ষায় নির্বিঘ্নে যোগদান নিশ্চিত করা। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি রেজাউল করিম বলেন, সুস্থ রাজনীতি চর্চা ও ভবিষ্যৎ জাতীয় নেতৃত্ব সৃষ্টিতে ছাত্র সংসদগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও নির্বাচন চায়। তিনি পরিবেশ সৃষ্টি করে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে সবার কথা বলার ফোরাম থাকলেও ছাত্রদের নেই। ছাত্র প্রতিনিধি ছাড়াই ফি-বছর সিনেটে আইন পাস হচ্ছে।

ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সভাপতি খান আসাদুজ্জামান মাসুম বলেন, অবিলম্বে ডাকসুসহ হল সংসদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। সরকারের প্রথম ৬ মাসের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠান করা দরকার। তবে নির্বাচনের আগে হলগুলো বহিরাগতমুক্ত করতে হবে। এছাড়া হলের সিটগুলো দলীয় দখলমুক্ত করে মেধার ভিত্তিতে বণ্টন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা শিক্ষার্থীদেরও প্রাধান্য দেয়া উচিত। ডাকসু নির্বাচনকে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের দলীয় প্রভাবমুক্ত করতে প্রয়োজন ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করা এবং পরিবেশ পরিষদ কার্যকর করা। একই সঙ্গে দরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিরপেক্ষ অবস্থান তুলে ধরা।